গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টম হাউস, ঢাকা
কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯
www.dch.gov.bd

নথি নং-২-১৫(২)জন প্রশাঃ/সদর/০৪/২০২৩/ তারিখঃ ১১/০৯/২০২৩ খ্রিঃ।

আদেশ

কাস্টম হাউস, ঢাকা'র আদেশ নং-২-৭(২)জনপ্রশাঃ/০৪/২০১৬(অংশ-২)/১১৭৩(৭০), তারিখ: ০৮/১১/২০২২ খ্রি. এর মাধ্যমে জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম সাহেদ (জন্ম তারিখ: ১৫/১১/১৯৯০), সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবস্থিত ট্রানজিট ও মূল্যবান গুদামে পদস্থ ছিলেন। পরবর্তীতে এ দপ্তরের আদেশ নং-২-৭(২)জনপ্রশাঃ/০৪/২০১৬(অংশ-২)/৮৬৫(১৪০), তারিখ: ০১/০৮/২০২৩ খ্রি. এর মাধ্যমে তাঁকে ট্রানজিট ও মূল্যবান গুদাম হতে এয়ারফ্রেইট ইউনিটে পদস্থ করা হয়। উক্ত আদেশের অনুচ্ছেদ-৬-তে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে রাষ্ট্রীয় গুদামের মালামাল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। ১৭/০৮/২০২৩ খ্রি. তারিখে দায়িত্বভার গ্রহণ-হস্তান্তর তালিকার মাধ্যমে পণ্য বুঝিয়ে দেয়ার দলিল সৃজন করেন। কিন্তু তিনি উক্ত আদেশ মোতাবেক ট্রানজিট ও মূল্যবান গুদামে রক্ষিত মালামাল দায়িত্বপ্রাপ্ত নতুন ০২ জন গুদাম কর্মকর্তা জনাব আকরাম শেখ ও জনাব মোঃ মাসুম রানা (সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা) কে যথাযথভাবে বুঝিয়ে দেননি মর্মে ধারণা পাওয়া যায়। তাই এ দপ্তরের আদেশ নং-২-৭(২)জনপ্রশাঃ/০৪/২০১৬(অংশ-২)/৯৩৪((১০), তারিখ: ২১/০৮/২০২৩ খ্রি. এর মাধ্যমে ট্রানজিট ও মূল্যবান গুদামে রক্ষিত মালামাল বুঝিয়ে না দেয়া পর্যন্ত তাঁর এয়ারফ্রেইট ইউনিটে পদস্থের বদলি আদেশ স্থগিত করা হয় এবং ট্রানজিট ও মূল্যবান গুদামে মালামাল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। অতঃপর এ দপ্তরের আদেশ নং-২-৭(২)জনপ্রশাঃ/০৪/২০১৬(অংশ-২)/৯৫৩(১০), তারিখ: ২৩/০৮/২০২৩ খ্রি. এর মাধ্যমে তাঁকে এয়ারফ্রেইট ইউনিট হতে ট্রানজিট ও মূল্যবান গুদামে নিয়মিতভাবে পদস্থ করা হয়। গত ২২/০৮/২০২৩ খ্রিঃ. তারিখে একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, ঢাকা কাস্টম হাউসের বিমানবন্দর ট্রানজিট গুদামে প্রায় ১৫০ ভরি ওজনের স্বর্ণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ ৬টি ডিটেনশন মেমোর পণ্যের হিসাবে গরমিল পাওয়া যাচ্ছে। গত ২৩/০৮/২০২৩ খ্রি. তারিখে তিনি (জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম সাহেদ, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা) ও তার সহযোগী গুদাম কর্মকর্তা জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা বর্ণিত ০৬টি ডিএম এর বিপরীতে জব্দকৃত স্বর্ণ TGR-1 গুদামে খুঁজে পেয়েছেন এবং অপর ২ (দুই) জন গুদাম কর্মকর্তা জনাব আকরাম শেখ ও জনাব মোঃ মাসুম রানাকে বুঝিয়ে দেন মর্মে ২ জন অতিরিক্ত কমিশনার ও ২ জন যুগ্ম কমিশনারকে অবহিত করেন। পরবর্তীতে যুগ্ম কমিশনার ও অতিরিক্ত কমিশনারগণ হিসাবের গরমিল নিষ্পন্ন হয়েছে মর্মে এ দপ্তরকে অবগত করেন। জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম সাহেদ এর এহেন কার্যকলাপ অসদাচরণ হিসেবে গণ্য।

০২। জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম সাহেদ, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা মূল্যবান ও ট্রানজিট গুদামে দায়িত্বরত থাকা অবস্থায় গত ০২/০৯/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে গুদাম কর্মকর্তা জনাব মোঃ মাসুম রানা হতে জানা যায় যে, বিমানবন্দর লস্ট এন্ড ফাউন্ডের সংলগ্ন কাস্টমস ট্রানজিট গোডাউন (TGR-1) এর গুদামের অভ্যন্তরে মূল্যবান পণ্য সংরক্ষণের জন্য গুদামে রক্ষিত একটি স্টিলের আলমারির দরজার লক ভাঙ্গা অবস্থায় রয়েছে। গোডাউনে রক্ষিত মূল্যবান বস্তু (স্বর্ণবার ও স্বর্ণালংকার) খোয়া গেছে কি না তা যাচাই করার জন্য কমিশনার কর্তৃক গোডাউন কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত নির্দেশনা প্রাপ্তির পর ডিএমকৃত মালামাল ডিএম রেজিস্টার পর্যালোচনা করে প্রাথমিক অনুসন্ধানে উক্ত আলমারির মধ্যে রক্ষিত ৪৮টি ডিএম এর বর্ণনা মোতাবেক প্রায় ৮.০২ কেজি এবং ২০২০ সাল থেকে ২০২৩ সালের বিভিন্ন সময়ে আটককৃত ৩৮৯টি ডিএম এর মোট ৪৭.৪৯ কেজিসহ সর্বমোট ৫৫.৫১ কেজি স্বর্ণ-স্বর্ণলংকার ভাঙ্গা/লকার/আলমারিতে ঘাটতি পাওয়া যায়। উক্ত স্বর্ণ ঘাটতির বিষয়ে কাস্টম হাউস, ঢাকা হতে বিমানবন্দর থানা, ডিএমপি, ঢাকায় মামলা নং-০৬, তারিখঃ ০৩/০৯/২০২৩ দায়ের করা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্থায়ী আদেশ নং-৩৩/২০২১ অনুযায়ী গুদাম কর্মকর্তা হিসেবে শুল্ক গুদামে প্রবেশের Lock & Key নিয়ন্ত্রণ করা, গুদামে নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রয়েছে কিনা তা মনিটরিংপূর্বক নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করা, যথাসময়ে TGR গুদাম এর মূল্যবান পণ্য VGR গুদামে স্থানান্তর, মূল্যবান পণ্য জরুরী ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থায়ী জমা/অস্থায়ী জমা ভিত্তিতে প্রেরণ এবং এ বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ গুদাম কর্মকর্তার দায়িত্ব। কিন্তু জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম সাহেদ, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পরিপালন করেননি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

০৩। জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম সাহেদ, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ট্রানজিট ও মূল্যবান গুদামে দায়িত্বকালীন সময়ে গুদাম কর্মকর্তা হিসেবে শুল্ক গুদামে প্রবেশের Lock & Key নিয়ন্ত্রণ না করা, গুদামে নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রয়েছে কিনা তা মনিটরিংপূর্বক নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ না করা, গুদামের মালামাল যথাযথভাবে বুঝিয়ে না দেয়া, ০৬টি ডিএম এর বিপরীতে জমা করা স্বর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বুঝিয়ে না দেয়া এবং অহেতুক সংশয় সৃষ্টি করা, TGR-1 গুদাম এর মূল্যবান পণ্য VGR গুদামে স্থানান্তর না করা, মূল্যবান পণ্য জরুরী ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থায়ী জমা/অস্থায়ী ভিত্তিতে জমা না করা এবং জমা না করার বিষয়টি তত্ত্বাবধানকারী/নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার নিকট গোপন রাখা এবং সর্বোপরি তার হেফাজত হতে ৫৫.৫১ কেজি স্বর্ণ ঘাটতির ঘটনা তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্বপালনে চরম অবহেলা ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশ অমান্যকরণের শামিল, যা সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-২(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' হিসেবে গণ্য এবং বিধি-৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

০৪। জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম সাহেদ, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তার এহেন কার্যকলাপের কারণে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-১২(১) অনুযায়ী তাঁকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত (Suspend) করা হলো।

০৫। চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা (Subsistence Allowance) পাবেন। সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালীন সময়ে তিনি কাস্টম হাউস, ঢাকায় অফিস চলাকালীন নিয়মিত উপস্থিত থাকবেন এবং ডেপুটি কমিশনার (জনপ্রশাসন) এর নিকট রিপোর্ট করবেন।

স্বাক্ষরিত/-
একেএম নুরুল হুদা আজাদ
কমিশনার
ফোন-০২-৮৯০১৫৭৭

প্রাপক : জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম সাহেদ
সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
প্রাক্তন গুদাম কর্মকর্তা (VGR ও TGR)
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
বর্তমানে সদর দপ্তর
কাস্টম হাউস, ঢাকা।

নথি নং-২-১৫(২)জন প্রশাঃ/সদর/০৪/২০২৩/১০৭৭(১০) তারিখ: ১১/০৯/২০২৩ খ্রিঃ।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে দেয়া হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১। সদস্য (শুল্ক ও ভ্যাট প্রশাসন), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত কমিশনার-১/২, কাস্টম হাউস, ঢাকা।
৩। যুগ্ম কমিশনার-১, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, কাস্টম হাউস, ঢাকা।
৪। যুগ্ম কমিশনার-২/৩, কাস্টম হাউস, ঢাকা।
৫। সহকারী/ডেপুটি কমিশনার, এ/বি/সি/ডি শিফট, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর/প্রিভেন্টিভ, কাস্টম হাউস, ঢাকা।
৬। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৭। বেতন ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত), কাস্টম হাউস, ঢাকা।
৭। সহকারী প্রোগ্রামার-১/২, কাস্টম হাউস, ঢাকা। তাঁকে এ আদেশটি কাস্টম হাউস, ঢাকার ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
৮। বেতন ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত), কাস্টম হাউস, ঢাকা।
৯। ক্যাশিয়ার, কাস্টম হাউস, ঢাকা।
১০। পিএ টু কমিশনার, কাস্টম হাউস, ঢাকা (কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

১১.০৯.২৩
লুবানা ইয়াসমিন
ডেপুটি কমিশনার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টম হাউস, ঢাকা
কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯
www.dch.gov.bd

নথি নং-২-১৫(২)জন প্রশাঃ/সদর/০৪/২০২৩/ তারিখ: ১১/০৯/২০২৩ খ্রিঃ।

আদেশ

কাস্টম হাউস, ঢাকা'র আদেশ নং-২-৭(২)জনপ্রশাঃ/০৪/২০১৬(অংশ-২)/১৪২০(৬০), তারিখ: ২৯/১২/২০২২ খ্রি. এর মাধ্যমে জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম (জন্ম তারিখ: ৩১/১২/১৯৮৬), সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবস্থিত ট্রানজিট ও মূল্যবান গুদামে পদস্থ ছিলেন। পরবর্তীতে এ দপ্তরের আদেশ নং-২-৭(২)জনপ্রশাঃ/০৪/২০১৬(অংশ-২)/৮৬৫(১৪০), তারিখ: ০১/০৮/২০২৩ খ্রি. এর মাধ্যমে তাঁকে ট্রানজিট ও মূল্যবান গুদাম হতে রপ্তানি পরীক্ষা ও রপ্তানি শুল্কায়ন (অতিরিক্ত আইন শাখা)-এ পদস্থ করা হয়। উক্ত আদেশের অনুচ্ছেদ-৬-তে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে রাষ্ট্রীয় গুদামের মালামাল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। ১৭/০৮/২০২৩ খ্রি. তারিখে দায়িত্বভার গ্রহণ-হস্তান্তর তালিকার মাধ্যমে পণ্য বুঝিয়ে দেয়ার দলিল সৃজন করেন। কিন্তু তিনি উক্ত আদেশ মোতাবেক ট্রানজিট ও মূল্যবান গুদামে রক্ষিত মালামাল দায়িত্বপ্রাপ্ত নতুন ০২ জন গুদাম কর্মকর্তা জনাব আকরাম শেখ ও জনাব মোঃ মাসুম রানা (সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা) কে যথাযথভাবে বুঝিয়ে দেননি মর্মে ধারণা পাওয়া যায়। তাই এ দপ্তরের আদেশ নং-২-৭(২)জনপ্রশাঃ/০৪/২০১৬(অংশ-২) /৯৩৪((১০), তারিখ: ২১/০৮/২০২৩ খ্রি. এর মাধ্যমে ট্রানজিট ও মূল্যবান গুদামে রক্ষিত মালামাল বুঝিয়ে না দেয়া পর্যন্ত তাঁর রপ্তানি পরীক্ষা ও রপ্তানি শুল্কায়ন (অতিরিক্ত আইন শাখা)-এ পদস্থের বদলি আদেশ স্থগিত করা হয় এবং ট্রানজিট ও মূল্যবান গুদামে মালামাল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। অতঃপর এ দপ্তরের আদেশ নং-২-৭(২)জনপ্রশাঃ/০৪/২০১৬(অংশ-২)/৯৫৩(১০), তারিখ: ২৩/০৮/২০২৩ খ্রি. এর মাধ্যমে তাঁকে রপ্তানি পরীক্ষা ও রপ্তানি শুল্কায়ন (অতিরিক্ত আইন শাখা) হতে ট্রানজিট ও মূল্যবান গুদামে নিয়মিতভাবে পদস্থ করা হয়। গত ২২/০৮/২০২৩ খ্রিঃ. তারিখে একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, ঢাকা কাস্টম হাউসের বিমানবন্দর ট্রানজিট গুদামে প্রায় ১৫০ ভরি ওজনের স্বর্ণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ ৬টি ডিটেনশন মেমোর পণ্যের হিসাবে গরমিল পাওয়া যাচ্ছে। গত ২৩/০৮/২০২৩ খ্রি. তারিখে তিনি (জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা) ও তার সহযোগী গুদাম কর্মকর্তা জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম সাহেদ, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা বর্ণিত ০৬টি ডিএম এর বিপরীতে জব্দকৃত স্বর্ণ TGR-1 গুদামে খুঁজে পেয়েছেন এবং অপর ২ (দুই) জন গুদাম কর্মকর্তা জনাব আকরাম শেখ ও জনাব মোঃ মাসুম রানাকে বুঝিয়ে দেন মর্মে ২ জন অতিরিক্ত কমিশনার ও ২ জন যুগ্ম কমিশনারকে অবহিত করেন। পরবর্তীতে যুগ্ম কমিশনার ও অতিরিক্ত কমিশনারগণ হিসাবের গরমিল নিষ্পন্ন হয়েছে মর্মে এ দপ্তরকে অবগত করেন। জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম এর এহেন কার্যকলাপ অসদাচরণ হিসেবে গণ্য।

০২। জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা মূল্যবান ও ট্রানজিট গুদামে দায়িত্বরত থাকা অবস্থায় গত ০২/০৯/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে গুদাম কর্মকর্তা জনাব মোঃ মাসুম রানা হতে জানা যায় যে, বিমানবন্দর লস্ট এন্ড ফাউন্ডের সংলগ্ন কাস্টমস ট্রানজিট গোডাউন (TGR-1) এর গুদামের অভ্যন্তরে মূল্যবান পণ্য সংরক্ষণের জন্য গুদামে রক্ষিত একটি স্টিলের আলমারির দরজার লক ভাঙ্গা অবস্থায় রয়েছে। গোডাউনে রক্ষিত মূল্যবান বস্তু (স্বর্ণবার ও স্বর্ণালংকার) খোয়া গেছে কি না তা যাচাই করার জন্য কমিশনার কর্তৃক গোডাউন কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত নির্দেশনা প্রাপ্তির পর ডিএমকৃত মালামাল ডিএম রেজিস্টার পর্যালোচনা করে প্রাথমিক অনুসন্ধানে উক্ত আলমারির মধ্যে রক্ষিত ৪৮টি ডিএম এর বর্ণনা মোতাবেক প্রায় ৮.০২ কেজি এবং ২০২০ সাল থেকে ২০২৩ সালের বিভিন্ন সময়ে আটককৃত ৩৮৯টি ডিএম এর মোট ৪৭.৪৯ কেজিসহ সর্বমোট ৫৫.৫১ কেজি স্বর্ণ-স্বর্ণলংকার ভাঙ্গা/লকার/আলমারিতে ঘাটতি পাওয়া যায়। উক্ত স্বর্ণ ঘাটতির বিষয়ে কাস্টম হাউস, ঢাকা হতে বিমানবন্দর থানা, ডিএমপি, ঢাকায় মামলা নং-০৬, তারিখঃ ০৩/০৯/২০২৩ দায়ের করা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্থায়ী আদেশ নং-৩৩/২০২১ অনুযায়ী গুদাম কর্মকর্তা হিসেবে শুল্ক গুদামে প্রবেশের Lock & Key নিয়ন্ত্রণ করা, গুদামে নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রয়েছে কিনা তা মনিটরিংপূর্বক নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করা, যথাসময়ে TGR গুদাম এর মূল্যবান পণ্য VGR গুদামে স্থানান্তর, মূল্যবান পণ্য জরুরী ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থায়ী জমা/অস্থায়ী জমা ভিত্তিতে প্রেরণ এবং এ বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ গুদাম কর্মকর্তার দায়িত্ব। কিন্তু জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পরিপালন করেননি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

০৩। জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ট্রানজিট ও মূল্যবান গুদামে দায়িত্বকালীন সময়ে গুদাম কর্মকর্তা হিসেবে শুল্ক গুদামে প্রবেশের Lock & Key নিয়ন্ত্রণ না করা, গুদামে নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রয়েছে কিনা তা মনিটরিংপূর্বক নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ না করা, গুদামের মালামাল যথাযথভাবে বুঝিয়ে না দেয়া, ০৬টি ডিএম এর বিপরীতে জমা করা স্বর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বুঝিয়ে না দেয়া এবং অহেতুক সংশয় সৃষ্টি করা, TGR-1 গুদাম এর মূল্যবান পণ্য VGR গুদামে স্থানান্তর না করা, মূল্যবান পণ্য জরুরী ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থায়ী জমা/অস্থায়ী ভিত্তিতে জমা না করা এবং জমা না করার বিষয়টি তত্ত্বাবধানকারী/নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার নিকট গোপন রাখা এবং সর্বোপরি তার হেফাজত হতে ৫৫.৫১ কেজি স্বর্ণ ঘাটতির ঘটনা তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্বপালনে চরম অবহেলা ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশ অমান্যকরণের শামিল, যা সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-২(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' হিসেবে গণ্য এবং বিধি-৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

০৪। জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তার এহেন কার্যকলাপের কারণে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-১২(১) অনুযায়ী তাঁকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত (Suspend) করা হলো।

০৫। চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা (Subsistence Allowance) পাবেন। সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালীন সময়ে তিনি কাস্টম হাউস, ঢাকায় অফিস চলাকালীন নিয়মিত উপস্থিত থাকবেন এবং ডেপুটি কমিশনার (জনপ্রশাসন) এর নিকট রিপোর্ট করবেন।

স্বাক্ষরিত/-
একেএম নুরুল হুদা আজাদ
কমিশনার
ফোন-০২-৮৯০১৫৭৭

প্রাপক : জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম
সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
প্রাক্তন গুদাম কর্মকর্তা (VGR ও TGR)
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
বর্তমানে সদর দপ্তর
কাস্টম হাউস, ঢাকা।

নথি নং-২-১৫(২)জন প্রশাঃ/সদর/০৪/২০২৩/১০৭৮(১০) তারিখ: ১১/০৯/২০২৩ খ্রিঃ।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে দেয়া হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১। সদস্য (শুল্ক ও ভ্যাট প্রশাসন), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত কমিশনার-১/২, কাস্টম হাউস, ঢাকা।
৩। যুগ্ম কমিশনার-১, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, কাস্টম হাউস, ঢাকা।
৪। যুগ্ম কমিশনার-২/৩, কাস্টম হাউস, ঢাকা।
৫। সহকারী/ডেপুটি কমিশনার, এ/বি/সি/ডি শিফট, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর/প্রিভেন্টিভ, কাস্টম হাউস, ঢাকা।
৬। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৭। সহকারী প্রোগ্রামার-১/২, কাস্টম হাউস, ঢাকা। তাঁকে এ আদেশটি কাস্টম হাউস, ঢাকার ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
৮। বেতন ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত), কাস্টম হাউস, ঢাকা।
৯। ক্যাশিয়ার, কাস্টম হাউস, ঢাকা।
১০। পিএ টু কমিশনার, কাস্টম হাউস, ঢাকা (কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

১১.০৯.২৩
লুবানা ইয়াসমিন
ডেপুটি কমিশনার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টম হাউস, ঢাকা
কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯
www.dch.gov.bd

নথি নং-২-১৫(২)জন প্রশাঃ/সদর/০৪/২০২৩/ তারিখ: ১১/০৯/২০২৩ খ্রিঃ।

আদেশ

কাস্টম হাউস, ঢাকা'র আদেশ নং-২-৭(২)জনপ্রশাঃ/০৪/২০১৬(অংশ-২)/৮৬৫(১৪০), তারিখ: ০১/০৮/২০২৩ খ্রি. এর মাধ্যমে জনাব মোঃ মাসুম রানা (জন্ম তারিখ: ১২/১০/১৯৮৯), সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবস্থিত ট্রানজিট ও মূল্যবান গুদামে পদস্থ ছিলেন। উক্ত আদেশের অনুচ্ছেদ-৬-তে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে রাষ্ট্রীয় গুদামের মালামাল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বুঝিয়ে নেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু তিনি উক্ত আদেশ মোতাবেক ট্রানজিট ও মূল্যবান গুদামে রক্ষিত মালামাল পূর্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত ০২ জন গুদাম কর্মকর্তা জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম সাহেদ ও জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম (সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা) এর নিকট হতে যথাযথভাবে বুঝিয়ে নেননি। বরং ১৭/০৮/২০২৩ খ্রি. তারিখে দায়িত্বভার গ্রহণ-হস্তান্তর তালিকার মাধ্যমে পণ্য বুঝিয়ে দেয়ার দলিল সৃজন করেন। বিষয়টি অনুধাবন করতে পারার পরও তিনি তা গোপন করেন। উর্ধ্বতন কর্তপক্ষকে অবহিত করেননি। এ কারণে পরবর্তীতে এ দপ্তরের আদেশ নং-২-৭(২)জনপ্রশাঃ /০৪/২০১৬(অংশ-২)/৯৩৪(১০), তারিখ: ২১/০৮/২০২৩ খ্রি. এর মাধ্যমে ট্রানজিট ও মূল্যবান গুদামে রক্ষিত মালামাল বুঝিয়ে না দেয়া পর্যন্ত জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম সাহেদ ও জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম (সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা) এর বদলি আদেশ স্থগিত করা হয় এবং পুনরায় তাঁদেরকে ট্রানজিট ও মূল্যবান গুদামে মালামাল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। গত ২২/০৮/২০২৩ খ্রিঃ. তারিখে একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, ঢাকা কাস্টম হাউসের বিমানবন্দর ট্রানজিট গুদামে প্রায় ১৫০ ভরি ওজনের স্বর্ণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ ৬টি ডিটেনশন মেমোর পণ্যের হিসাবে গরমিল পাওয়া যাচ্ছে। গত ২৩/০৮/২০২৩ খ্রি. তারিখে জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম সাহেদ, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ও তার অপর গুদাম কর্মকর্তা জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা বর্ণিত ০৬টি ডিএম এর বিপরীতে জব্দকৃত স্বর্ণ TGR-1 গুদামে খুঁজে পেয়েছেন; যা পরবর্তীতে তাকে (জনাব মোঃ মাসুম রানা, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা) ও তার সহযোগী গুদাম কর্মকর্তা জনাব আকরাম শেখ, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তাকে বুঝিয়ে দেন মর্মে ২ জন অতিরিক্ত কমিশনার ও ২ জন যুগ্ম কমিশনারকে অবহিত করেন। পরবর্তীতে যুগ্ম কমিশনার ও অতিরিক্ত কমিশনারগণ হিসাবের গরমিল নিষ্পন্ন হয়েছে মর্মে এ দপ্তরকে অবগত করেন। জনাব মোঃ মাসুম রানা এর এহেন কার্যকলাপ অসদাচরণ হিসেবে গণ্য।

০২। জনাব মোঃ মাসুম রানা, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা মূল্যবান ও ট্রানজিট গুদামে দায়িত্বরত থাকা অবস্থায় গত ০২/০৯/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে গুদাম কর্মকর্তা জনাব মোঃ মাসুম রানা হতে জানা যায় যে, বিমানবন্দর লস্ট এন্ড ফাউন্ডের সংলগ্ন কাস্টমস ট্রানজিট গোডাউন (TGR-1) এর গুদামের অভ্যন্তরে মূল্যবান পণ্য সংরক্ষণের জন্য গুদামে রক্ষিত একটি স্টিলের আলমারির দরজার লক ভাঙ্গা অবস্থায় রয়েছে। গোডাউনে রক্ষিত মূল্যবান বস্তু (স্বর্ণবার ও স্বর্ণালংকার) খোয়া গেছে কি না তা যাচাই করার জন্য কমিশনার কর্তৃক গোডাউন কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত নির্দেশনা প্রাপ্তির পর ডিএমকৃত মালামাল ডিএম রেজিস্টার পর্যালোচনা করে প্রাথমিক অনুসন্ধানে উক্ত আলমারির মধ্যে রক্ষিত ৪৮টি ডিএম এর বর্ণনা মোতাবেক প্রায় ৮.০২ কেজি এবং ২০২০ সাল থেকে ২০২৩ সালের বিভিন্ন সময়ে আটককৃত ৩৮৯টি ডিএম এর মোট ৪৭.৪৯ কেজিসহ সর্বমোট ৫৫.৫১ কেজি স্বর্ণ-স্বর্ণলংকার ভাঙ্গা/লকার/আলমারিতে ঘাটতি পাওয়া যায়। উক্ত স্বর্ণ ঘাটতির বিষয়ে কাস্টম হাউস, ঢাকা হতে বিমানবন্দর থানা, ডিএমপি, ঢাকায় মামলা নং-০৬, তারিখঃ ০৩/০৯/২০২৩ দায়ের করা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্থায়ী আদেশ নং-৩৩/২০২১ অনুযায়ী গুদাম কর্মকর্তা হিসেবে শুল্ক গুদামে প্রবেশের Lock & Key নিয়ন্ত্রণ করা, গুদামে নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রয়েছে কিনা তা মনিটরিংপূর্বক নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করা, যথাসময়ে TGR গুদাম এর মূল্যবান পণ্য VGR গুদামে স্থানান্তর, মূল্যবান পণ্য জরুরী ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থায়ী জমা/অস্থায়ী জমা ভিত্তিতে প্রেরণ এবং এ বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ গুদাম কর্মকর্তার দায়িত্ব। কিন্তু জনাব মোঃ মাসুম রানা, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পরিপালন করেননি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

০৩। জনাব মোঃ মাসুম রানা, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ট্রানজিট ও মূল্যবান গুদামে দায়িত্বকালীন সময়ে গুদাম কর্মকর্তা হিসেবে শুল্ক গুদামে প্রবেশের Lock & Key নিয়ন্ত্রণ না করা, গুদামে নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রয়েছে কিনা তা মনিটরিংপূর্বক নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ না করা, গুদামে দায়িত্বকালীন সময়ে গুদামের মালামাল যথাযথভাবে বুঝিয়ে না নেয়া, পত্রিকায় সংবাদ প্রচার হওয়ায় পর ০৬টি ডিএম এর বিপরীতে আসা স্বর্ণ খুঁজে পাওয়া অতঃপর তা বুঝিয়ে নেয়া, TGR-1 গুদাম এর মূল্যবান পণ্য VGR গুদামে স্থানান্তর না করা, মূল্যবান পণ্য জরুরী ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থায়ী জমা/অস্থায়ী জমা ভিত্তিতে প্রেরণ না করা ও এ বিষয়ে উধ্বর্তন কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করা এবং দায়িত্বে থাকাকালীন স্বর্ণ ঘাটতির ঘটনা তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্বপালনে চরম অবহেলা ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশ অমান্যকরণের সামিল, যা সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-২(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' হিসেবে গণ্য এবং বিধি-৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

০৪। জনাব মোঃ মাসুম রানা, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তার এহেন কার্যকলাপের কারণে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-১২(১) অনুযায়ী তাঁকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত (Suspend) করা হলো।

০৫। চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা (Subsistence Allowance) পাবেন। সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালীন সময়ে তিনি কাস্টম হাউস, ঢাকায় অফিস চলাকালীন নিয়মিত উপস্থিত থাকবেন এবং ডেপুটি কমিশনার (জনপ্রশাসন) এর নিকট রিপোর্ট করবেন।

স্বাক্ষরিত/-
একেএম নুরুল হুদা আজাদ
কমিশনার
ফোন-০২-৮৯০১৫৭৭

প্রাপক : জনাব মোঃ মাসুম রানা
সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
প্রাক্তন গুদাম কর্মকর্তা (VGR ও TGR)
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
বর্তমানে সদর দপ্তর
কাস্টম হাউস, ঢাকা।

নথি নং-২-১৫(২)জন প্রশাঃ/সদর/০৪/২০২৩/১০৮০(১০) তারিখ: ১১/০৯/২০২৩ খ্রিঃ।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে দেয়া হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১। সদস্য (শুল্ক ও ভ্যাট প্রশাসন), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত কমিশনার-১/২, কাস্টম হাউস, ঢাকা।
৩। যুগ্ম কমিশনার-১, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, কাস্টম হাউস, ঢাকা।
৪। যুগ্ম কমিশনার-২/৩, কাস্টম হাউস, ঢাকা।
৫। সহকারী/ডেপুটি কমিশনার, এ/বি/সি/ডি শিফট, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর/প্রিভেন্টিভ, কাস্টম হাউস, ঢাকা।
৬। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৭। সহকারী প্রোগ্রামার-১/২, কাস্টম হাউস, ঢাকা। তাঁকে এ আদেশটি কাস্টম হাউস, ঢাকার ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
৮। বেতন ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত), কাস্টম হাউস, ঢাকা।
৯। ক্যাশিয়ার, কাস্টম হাউস, ঢাকা।
১০। পিএ টু কমিশনার, কাস্টম হাউস, ঢাকা (কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

১১.০৯.২৩
লুবানা ইয়াসমিন
ডেপুটি কমিশনার

\\101-11-010RD-Nur\Disk-E\ET 06.08.15\Nur nobi vai\SCN\Suspend\ARO Saidul Islam Shaded.doc-2

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টম হাউস, ঢাকা
কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯
www.dch.gov.bd

নথি নং-২-১৫(২)জন প্রশাঃ/সদর/০৪/২০২৩/ তারিখ: ১১/০৯/২০২৩ খ্রিঃ।

আদেশ

কাস্টম হাউস, ঢাকা'র আদেশ নং-২-৭(২)জনপ্রশাঃ/০৪/২০১৬(অংশ-২)/৮৬৫(১৪০), তারিখ: ০১/০৮/২০২৩ খ্রি. এর মাধ্যমে জনাব আকরাম শেখ (জন্ম তারিখ: ১১/০৭/১৯৮৭), সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবস্থিত ট্রানজিট ও মূল্যবান গুদামে পদস্থ ছিলেন। উক্ত আদেশের অনুচ্ছেদ-৬-তে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে রাষ্ট্রীয় গুদামের মালামাল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বুঝিয়ে নেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু তিনি উক্ত আদেশ মোতাবেক ট্রানজিট ও মূল্যবান গুদামে রক্ষিত মালামাল পূর্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত ০২ জন গুদাম কর্মকর্তা জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম সাহেদ ও জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম (সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা) এর নিকট হতে যথাযথভাবে বুঝিয়ে নেননি। বরং ১৭/০৮/২০২৩ খ্রি. তারিখে দায়িত্বভার গ্রহণ-হস্তান্তর তালিকার মাধ্যমে পণ্য বুঝিয়ে দেয়ার দলিল সৃজন করেন। বিষয়টি অনুধাবন করতে পারার পরও তিনি তা গোপন করেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি। এ কারণে পরবর্তীতে এ দপ্তরের আদেশ নং-২-৭(২)জনপ্রশাঃ/০৪/২০১৬(অংশ-২)/৯৩৪(১০), তারিখ: ২১/০৮/২০২৩ খ্রি. এর মাধ্যমে ট্রানজিট ও মূল্যবান গুদামে রক্ষিত মালামাল বুঝিয়ে না দেয়া পর্যন্ত জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম সাহেদ ও জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম (সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা) এর বদলি আদেশ স্থগিত করা হয় এবং পুনরায় তাঁদেরকে ট্রানজিট ও মূল্যবান গুদামে মালামাল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। গত ২২/০৮/২০২৩ খ্রিঃ. তারিখে একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, ঢাকা কাস্টম হাউসের বিমানবন্দর ট্রানজিট গুদামে প্রায় ১৫০ ভরি ওজনের স্বর্ণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ ৬টি ডিটেনশন মেমোর পণ্যের হিসাবে গরমিল পাওয়া যাচ্ছে। গত ২৩/০৮/২০২৩ খ্রি. তারিখে জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম সাহেদ, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ও তার সহযোগী গুদাম কর্মকর্তা জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা বর্ণিত ০৬টি ডিএম এর বিপরীতে জব্দকৃত স্বর্ণ TGR-1 গুদামে খুঁজে পেয়েছেন; যা পরবর্তীতে তাকে (জনাব আকরাম শেখ, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা) ও তার অপর গুদাম কর্মকর্তা জনাব মোঃ মাসুম রানা, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তাকে বুঝিয়ে দেন মর্মে ২ জন অতিরিক্ত কমিশনার ও ২ জন যুগ্ম কমিশনারকে অবহিত করেন। পরবর্তীতে যুগ্ম কমিশনার ও অতিরিক্ত কমিশনারগণ হিসাবের গরমিল নিষ্পন্ন হয়েছে মর্মে এ দপ্তরকে অবগত করেন। জনাব আকরাম শেখ এর এহেন কার্যকলাপ অসদাচরণ হিসেবে গণ্য।

০২। জনাব আকরাম শেখ, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা মূল্যবান ও ট্রানজিট গুদামে দায়িত্বরত থাকা অবস্থায় গত ০২/০৯/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে গুদাম কর্মকর্তা জনাব মোঃ মাসুম রানা হতে জানা যায় যে, বিমানবন্দর লস্ট এন্ড ফাউন্ডের সংলগ্ন কাস্টমস ট্রানজিট গোডাউন (TGR-1) এর গুদামের অভ্যন্তরে মূল্যবান পণ্য সংরক্ষণের জন্য গুদামে রক্ষিত একটি স্টিলের আলমারির দরজার লক ভাঙ্গা অবস্থায় রয়েছে। গোডাউনে রক্ষিত মূল্যবান বস্তু (স্বর্ণবার ও স্বর্ণালংকার) খোয়া গেছে কি না তা যাচাই করার জন্য কমিশনার কর্তৃক গোডাউন কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত নির্দেশনা প্রাপ্তির পর ডিএমকৃত মালামাল ডিএম রেজিস্টার পর্যালোচনা করে প্রাথমিক অনুসন্ধানে উক্ত আলমারির মধ্যে রক্ষিত ৪৮টি ডিএম এর বর্ণনা মোতাবেক প্রায় ৮.০২ কেজি এবং ২০২০ সাল থেকে ২০২৩ সালের বিভিন্ন সময়ে আটককৃত ৩৮৯টি ডিএম এর মোট ৪৭.৪৯ কেজিসহ সর্বমোট ৫৫.৫১ কেজি স্বর্ণ-স্বর্ণলংকার ভাঙ্গা/লকার/আলমারিতে ঘাটতি পাওয়া যায়। উক্ত স্বর্ণ ঘাটতির বিষয়ে কাস্টম হাউস, ঢাকা হতে বিমানবন্দর থানা, ডিএমপি, ঢাকায় মামলা নং-০৬, তারিখঃ ০৩/০৯/২০২৩ দায়ের করা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্থায়ী আদেশ নং-৩৩/২০২১ অনুযায়ী গুদাম কর্মকর্তা হিসেবে শুল্ক গুদামে প্রবেশের Lock & Key নিয়ন্ত্রণ করা, গুদামে নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রয়েছে কিনা তা মনিটরিংপূর্বক নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করা, যথাসময়ে TGR গুদাম এর মূল্যবান পণ্য VGR গুদামে স্থানান্তর, মূল্যবান পণ্য জরুরী ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থায়ী জমা/অস্থায়ী জমা ভিত্তিতে প্রেরণ এবং এ বিষয়ে উর্ধ্বর্তন কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ গুদাম কর্মকর্তার দায়িত্ব। কিন্তু জনাব আকরাম শেখ, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পরিপালন করেননি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

০৩। জনাব আকরাম শেখ, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ট্রানজিট ও মূল্যবান গুদামে দায়িত্বকালীন সময়ে গুদাম কর্মকর্তা হিসেবে শুল্ক গুদামে প্রবেশের Lock & Key নিয়ন্ত্রণ না করা, গুদামে নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রয়েছে কিনা তা মনিটরিংপূর্বক নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ না করা, গুদামে দায়িত্বকালীন সময়ে গুদামের মালামাল যথাযথভাবে বুঝিয়ে না নেয়া, পত্রিকায় সংবাদ প্রচার হওয়ায় পর ০৬টি ডিএম এর বিপরীতে আসা স্বর্ণ খুঁজে পাওয়া অতঃপর তা বুঝিয়ে নেয়া, TGR-1 গুদাম এর মূল্যবান পণ্য VGR গুদামে স্থানান্তর না করা, মূল্যবান পণ্য জরুরী ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থায়ী জমা/অস্থায়ী জমা ভিত্তিতে প্রেরণ না করা ও এ বিষয়ে উধ্বর্তন কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করা এবং দায়িত্বে থাকাকালীন স্বর্ণ ঘাটতির ঘটনা তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্বপালনে চরম অবহেলা ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশ অমান্যকরণের সামিল, যা সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-২(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' হিসেবে গণ্য এবং বিধি-৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

০৪। জনাব আকরাম শেখ, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তার এহেন কার্যকলাপের কারণে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-১২(১) অনুযায়ী তাঁকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত (Suspend) করা হলো।

০৫। চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা (Subsistence Allowance) পাবেন। সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালীন সময়ে তিনি কাস্টম হাউস, ঢাকায় অফিস চলাকালীন নিয়মিত উপস্থিত থাকবেন এবং ডেপুটি কমিশনার (জনপ্রশাসন) এর নিকট রিপোর্ট করবেন।

স্বাক্ষরিত/-
একেএম নুরুল হুদা আজাদ
কমিশনার
ফোন-০২-৮৯০১৫৭৭

প্রাপক : জনাব আকরাম শেখ
সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
প্রাক্তন গুদাম কর্মকর্তা (VGR ও TGR)
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
বর্তমানে সদর দপ্তর
কাস্টম হাউস, ঢাকা।

নথি নং-২-১৫(২)জন প্রশাঃ/সদর/০৪/২০২৩/১০৭৯(১০) তারিখ: ১১/০৯/২০২৩ খ্রিঃ।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে দেয়া হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১। সদস্য (শুল্ক ও ভ্যাট প্রশাসন), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত কমিশনার-১/২, কাস্টম হাউস, ঢাকা।
৩। যুগ্ম কমিশনার-১, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, কাস্টম হাউস, ঢাকা।
৪। যুগ্ম কমিশনার-২/৩, কাস্টম হাউস, ঢাকা।
৫। সহকারী/ডেপুটি কমিশনার, এ/বি/সি/ডি শিফট, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর/প্রিভেন্টিভ, কাস্টম হাউস, ঢাকা।
৬। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৭। সহকারী প্রোগ্রামার-১/২, কাস্টম হাউস, ঢাকা। তাঁকে এ আদেশটি কাস্টম হাউস, ঢাকার ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
৮। বেতন ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত), কাস্টম হাউস, ঢাকা।
৯। ক্যাশিয়ার, কাস্টম হাউস, ঢাকা।
১০। পিএ টু কমিশনার, কাস্টম হাউস, ঢাকা (কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

১১.০৯.২৩
লুবানা ইয়াসমিন
ডেপুটি কমিশনার

0101-11-010003-Nur\Desk EET 06.08.15 Nur nobi vai\SCN Suspend\ARO Saidul Islam Shaded.doc-4